NOV. 25 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ৬ ...

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন নিয়ে লুকোচুরি

কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি হয়নি ❑ এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যক্তিদের সুপারিশে কাজ চলছে

অম্লান দেওয়ান : আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন ও সংযোজন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের আচরণ রহস্যজনক হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ, পৌরনীতি, বাংলা ও ইতিহাস বইয়ের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অংশে পরিবর্তন বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা রহস্যজনক আচরণ করছেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আসার বিষয়টি স্বীকার করলেও পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের জন্য কোনো কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা এবং সে কমিটিতে কারা কারা রয়েছেন জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যারা এসব বিষয় জানেন ও বোঝেন তারাই বসে ঠিক করেছেন কি কি পরিবর্তন আনা হবে।' শিক্ষামন্ত্রী পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের সিদ্ধান্তদানকারীদের নাম বলেননি। অন্যান্য সূত্রে খোঁজখবর নিয়েও পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের জন্য কোনো শিক্ষক-বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন নিয়ে লুকোচুরি

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলেছে, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে কট্টর বিএনপিপন্থী হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক উপাচার্য ও কয়েকজন শিক্ষক এ পরিবর্তনের খসড়া তৈরি করেছেন। সেটিই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রেসগুলোতে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জিয়াউর রহমানের নাম সংযোজন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সুবিধামতো পরিবর্তনের কাজে এনসিটিবির অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে ৩ কোটি টাকা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান শফিউরের রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আসার বিষয়টি সঠিক কিনা প্রশ্ন করলে ড. শফিউর রহমান বলেন, 'আমি এ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবো না।' কোনো উর্ধ্বতন ব্যক্তির নির্দেশে তিনি নীরব কিনা তার উত্তরেও ড. শফিউর একই কথা বলেন। পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের এখতিয়ার ও দায়িত্ব বোর্ডের এবং স্বভাবতই তার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের ওপর বর্তায় উল্লেখ করে জানতে চাইলে ড. শফিউর বলেন, 'দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় এবং এ দায়িত্বও আমি নিচ্ছি। তবে আমি পাঠ্যসূচি পরিবর্তন নিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না।'

বোর্ডের সচিব এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন। পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের এ মৌলিক ইস্যুতে বোর্ড কর্মকর্তাদের রহস্যজনক নীরবতা ও আচরণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা এ এস এইচ কে সাদেক পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের বিষয়ে বলেছেন, 'পত্রিপত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদ দেখেছি। তবে কারা কোন প্রক্রিয়ায় এ পরিবর্তন আনছে তা পরিষ্কার নয়। লুকোচুরি করে এ পরিবর্তনের রহস্যটা কি তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তারা যদি মনে করে পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনবে; আনতেই পারে। কিন্তু এ জন্য স্বচ্ছতার প্রয়োজন। রাতের অন্ধকারে নির্দেশ দিয়ে পরিবর্তন করে ফেললেন— তা তো ঠিক নয়।'

এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আসবে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কে পরিবর্তনটা করলো কিভাবে করলো তা পরিষ্কার থাকা উচিত। যারা পরিবর্তনটা আনলেন তাদের নাম জানা থাকলে ভবিষ্যতে দায়িত্বটা তাদের ঘাড়েই বর্তাবে।

সাদেক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হলে তার দায়িত্ব দেওয়া উচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে। আমাদের আমলে দুদফায় পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। কিন্তু তা করা হয়েছিল প্রকাশ্যে। এজন্য দেশের বিদগ্ধজনদের দিয়ে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। সে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই পরিবর্তনগুলো আনা হয়।

নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইয়ে বেশকিছু সংযোজন-বিয়োজন ও পরিবর্তন হচ্ছে। রাজনৈতিক বিষয়েই এসব পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সূত্র বলেছে, প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও পরিবেশ পরিচিতি এবং মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও পৌরনীতি বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সূত্র জানায়, পরিবর্তিত পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সঙ্গে থাকছে জিয়ার ছবি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম থাকলেও 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার উল্লিখিত '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তারের পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে তা পাঠ করেন'— অংশটুকু বাদ দেওয়া হচ্ছে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধ, পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকার এসব শব্দগুলো বই থেকে সুকৌশলে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

৭ নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে সংযোজিত করা হচ্ছে। ৭ নভেম্বরের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কর্নেল তাহেরের নাম। জিয়াকে অভিহিত করা হচ্ছে এ বিপ্লবের মহানায়ক হিসেবে।

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে দুদফায় পাঠ্যবইয়ে বেশকিছু পরিবর্তন করা হয়।